শিক্ষকদের বদলি নীতিমালায় বড় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৯ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি ও পদায়ন নীতিমালায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিতর্কিত ‘গণ্যমান্য ব্যক্তি’ রাখার বিধান বাতিল করে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটিতে এবার শিক্ষানুরাগী বা বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের যুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাতীয় কমিটির কাঠামো পুনর্গঠন এবং শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে সাতটি নতুন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে।

এর আগে গত ২১ জুন চারস্তরের কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক বদলি ও পদায়নের নতুন নীতিমালা জারি করা হয়। সেখানে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কমিটিতে সভাপতির মনোনীত দুজন করে ‘গণ্যমান্য ব্যক্তি’ রাখার বিধান ছিল। এ সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। অভিযোগ ওঠে, বদলির মতো

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় বাইরের ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করলে স্বচ্ছতার পরিবর্তে তদবির ও প্রভাব খাটানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে। এ সমালোচনার পর আবার নীতিমালায় সংশোধন আনা হলো। মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চারস্তরের কমিটি, বদলাচ্ছে সদস্য কাঠামো : পরিবর্তিত নীতিমালায় উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয়- এই চারস্তরের কমিটির মাধ্যমেই বদলির আবেদন যাচাই-বাছাই ও নিষ্পত্তির বিধান বহাল রাখা হয়েছে। তবে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কমিটিতে সভাপতির মনোনীত দুজন 'গণ্যমান্য ব্যক্তি'র পরিবর্তে বিদ্যোৎসাহী বা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিটির সভাপতি থাকবেন বিভাগীয় কমিশনার, জেলা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং উপজেলা বা থানা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)।

জাতীয় কমিটির নেতৃত্বেও পরিবর্তন এসেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় কমিটির সভাপতি হবেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। সদস্য হিসেবে থাকবেন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিদ্যালয়) এবং সদস্য সচিব হবেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন)। আগের নীতিমালায় জাতীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব।

সাতটি নতুন শর্ত সংযোজন : পরিবর্তিত নীতিমালায় শিক্ষক বদলির জন্য সাতটি নতুন শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। ন্যূনতম দুই বছর চাকরি পূর্ণ না হলে কোনো সহকারী শিক্ষক বা শিক্ষিকা বদলিযোগ্য হবেন না। আবার বদলির পর তিন বছর পূর্ণ না হলে পুনর্বদলির জন্য বিবেচিত হবেন না; শুধু শূন্য পদের বিপরীতে বদলি করা যাবে; কোনো শিক্ষকের আবেদন ছাড়া তাকে অন্য বিদ্যালয়ে বদলি করা যাবে না। তবে জনস্বার্থে বা প্রশাসনিক কারণে জাতীয় কমিটির অনুমোদন নিয়ে বদলি করা যাবে;

যেসব বিদ্যালয়ে পাঁচজন বা তার কম শিক্ষক কর্মরত আছেন কিংবা শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪০-এর বেশি, সেসব বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক বদলি করা যাবে না; একই বিদ্যালয় থেকে একাধিক শিক্ষক আবেদন করলে জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অগ্রাধিকার পাবেন। এ ছাড়া একটি বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ তিনজন শিক্ষককে 'সংযুক্তি' পদায়ন করা যাবে এবং সব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে শিক্ষিকারা তাদের স্থায়ী ঠিকানা বা স্বামীর ঠিকানার নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে বদলির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।